দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ১/১২/২০০০
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ১......

৪০

ছাত্রনেতাদের অযৌক্তিক চাপ

বরিশালে বিএম কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া বন্ধ

বরিশাল থেকে জেলা বার্তা পরিবেশকঃ ছাত্রনেতাদের চাপের মুখে বিএম কলেজের অনার্স ১ম বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে। মেধা তালিকায় স্থান পাওয়া ছাত্রছাত্রীরা এখন অনিশ্চয়তা ও হতাশায় ভুগছে।

দক্ষিণাঞ্চলের সর্ববৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিএম কলেজে ১৭টি বিষয়ে অনার্স ক্লাস চালু রয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিটি বিষয়ে ছাত্র ভর্তির একটি কোটা নির্ধারণ করে দিয়েছে। উচ্চশিক্ষায় ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার চেয়ে নির্ধারিত কোটার আসনসংখ্যা অনেক কম। যার জন্য প্রতিবছর কলেজ কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত কোটার চেয়ে অনেক বেশি ছাত্রছাত্রী ভর্তি করতে বাধ্য হয়েছে। আর এর ফলে কলেজ কর্তৃপক্ষ ও ছাত্রছাত্রীদেরও দুর্ভোগের শিকার হতে হয়েছে। অবশ্য বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রতিটি বিষয়ে আসনসংখ্যা বাড়িয়েছে। তারপরও রয়েছে ছাত্রনেতাদের চাহিদা পূরণের দাবি। আর এ ব্যাপারে ছাত্রনেতাদের মধ্যে মতৈক্যও রয়েছে। বর্তমান বছরে সম্মান শ্রেণীতে ভর্তির জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ ইতোপূর্বে ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের তালিকা প্রকাশ করে। জানা যায়, এ সময়েই ছাত্রনেতাদের সরবরাহকৃত তালিকানুযায়ী কিছু সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রকাশিত মেধা তালিকানুযায়ী ১০টি বিষয়ে ভর্তি হলেও গোলমাল বেঁধেছে ৭টি বিষয় নিয়ে। বিষয়গুলো হলো ঃ ইংরেজি, রসায়ন, ব্যবস্থাপনা, হিসাব বিজ্ঞান, সমাজকল্যাণ, সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান। এসব বিষয়ে ভর্তিচ্ছুর সংখ্যা বেশি। গত শনিবার কলেজ কর্তৃপক্ষ এসব বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের মেধা তালিকা প্রকাশ করার পর দেখা যায়, ছাত্রনেতা চাহিদামাফিক সকল ছাত্রছাত্রীর নাম তালিকায় নেই। রোববার ছাত্রনেতারা অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রীদের সাথে নিয়ে ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে ভর্তি ফরম ছিনিয়ে এনেছে। সোমবার ছাত্রনেতারা ব্যাংকে যেয়ে ভর্তির টাকা জমা না দেয়ার জন্য হুমকি দিয়ে এসেছে। ছাত্রনেতারা তাদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ৭টি বিষয়ে ভর্তি প্রক্রিয়া বন্ধ রাখার জন্য কলেজের উপাধ্যক্ষ ও বিভাগীয় প্রধানদের উপর চাপ প্রয়োগ করছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ ঘোষণা দিয়ে ভর্তি বন্ধ না করলেও কলেজে কার্যত ৭টি বিষয়ে ছাত্রছাত্রী ভর্তির প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেছে। এদিকে কলেজের অধ্যক্ষ অনুপস্থিত থাকায় কলেজ কর্তৃপক্ষ কি করবেন তাও ঠিক করতে পারছেন না। এদিকে যেকোন সময়ে বর্তমান তালিকা বাতিল করা হতে পারে আশঙ্কায় মেধা তালিকায় স্থান পাওয়া ছাত্রছাত্রীরা হতাশায় ভুগছে।